بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ　　نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ　　وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খু ত বা জু ম আ

মুকাররম যুলফিকার আহম্মদ ডামানিক সাহেব-ইন্দোনেশিয়া, ডক্টর পীর মুহাম্মদ নকীউদ্দীন সাহেব-পাকিস্তান ও মুকাররম গোলাম মুস্তফা সাহেব লণ্ডন-এর স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারকে প্রদত্ত

০১ মে ২০২০ তারিখের খুতবার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بعد فاعوذ بالله من الشيطٰن الرجيم ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

এখন আমি সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন এমন কয়েকজন আহমদীর স্মৃতিচারণ করতে চাই, তাঁদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন ছিল। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে তাঁরা ছিলেন অভিন্ন, আর তা হল–তাঁরা নিজেদের সাধ্যানুসারে ধর্মকে জাগিতকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার রক্ষাকারী ছিলেন। তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর হাতে বয়আতের দায়িত্ব পালনকারী ছিলেন, আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ ছিলেন, সৃষ্টজীবের প্রাপ্য অধিকার প্রদানে যত্নবান ছিলেন; আর ইসলামের যে অনিন্দ্য-সুন্দর শিক্ষা পালন করানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সাঃ)এর নিষ্ঠাবান দাসকে প্রেরণ করেছেন, তার বাস্তব চিত্র প্রকৃত অর্থেই তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল–তা তারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তাদের জীবনচরিত শুনলে এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)ই সেই সত্তা, যার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের উপায় আমরা রপ্ত করতে পারি; খোদাতা'লার জীবন্ত অস্তিত্বের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার উন্নত মান অর্জন করতে পারি।

তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন, জামাতের মুবাল্লিগ যুলফিকার আহমদ ডামানিক সাহেব, যিনি ইন্দোনেশিয়ার একজন আঞ্চলিক মুবাল্লিগ ছিলেন; গত ২১ এপ্রিল ৪২ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। উনার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তাঁর দাদার মাধ্যমে। যুলফিকার সাহেব ১৯৯৭ থেকে ২০02 পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ায় শিক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর ১৮ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে মুবাল্লিগ হিসেবে জামাতের সেবা করার সুযোগ পান। শোকসন্তপ্ত পরিবারে সহধর্মিনী মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবা

ছাড়াও চারজন সন্তান তিনি রেখে গেছেন।-তাঁরা চারজনই ওয়াকেফীনে নও।

মুবাল্লিগ মেরাজউদ্দিন সাহেব বর্ণনা করেন যে, মরহুম যুলফিকার সাহেব অত্যন্ত সফল ও পরিশ্রমী মুবাল্লিগ ছিলেন; যেখানেই তাঁর পদায়ন হয়েছে, সেখানেই তিনি তা'লীম-তরবীয়ত, যোগাযোগ স্থাপন ও তবলীগের কাজ সুচারুরূপে পালন করেছেন। কখনো ব্যক্তিগত কোন চাহিদা প্রকাশ করতেন না, বরং সর্বদা দোয়া করার উপদেশ দিতেন। এটি এমন গুরুত্বপূর্ণ এক বৈশিষ্ট্য যা প্রত্যেক ওয়াক্ ফে যিন্দেগীর মাঝে থাকা উচিত; যা চাওয়ার তা যেন আল্লাহ্তা'লার কাছে চাওয়া হয়, অন্যের কাছে কোন চাহিদা প্রকাশ না করে। এটা এমন একটি গুন যা প্রত্যেক ওয়াকফে যিন্দেগী ব্যক্তিকে নিজেদের চরিত্রে ধারণ করার চেষ্টা করা উচিৎ।

আসফ্ মঈন সাহেব মোরব্বী সিলসিলা লেখেন যে তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান ঈমানদার ও অনুগত ব্যক্তি ছিলেন, অসুস্থাবস্থায়ও জামাতের দায়িত্বকে প্রাধান্য দান করতেন। তিনি ডায়লাইসিসের রোগী ছিলেন। ঐ অবস্থাতেও তিনি স্থানীয় একটি এজলাসে অংশ নেন, এবং সেখানকার একজন খাদেম উনার অসুস্থতার কথা জিজ্ঞেস করে বলেন যে এত কষ্ট করে কেন এসেছেন, উত্তরে উনি বলেন, 'যতক্ষণ আমার মাঝে শক্তি আছে, আমি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামাতের সমস্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করে যাব। যদিও আমি অসুস্থ, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমি যেন সর্বদা ধর্মের সেবামূলক কাজে নিয়েজিত থাকি।' এই হচ্ছে একজন ওয়াকফে যিন্দেগী ব্যক্তির আবেগ, যা প্রত্যেক ওয়াকফে যিন্দেগীর মাঝে থাকা দরকার। না কি সামান্যতেই, সমস্যার পর সমস্যার ওযুহাত করতে থাকা।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, তিনি বয়আতের অঙ্গীকারও পূর্ণ করেছেন এবং ওয়াক্ফের অঙ্গীকারও অত্যন্ত উত্তমরূপে পালন করেছেন; আল্লাহ্তা'লা তাঁর পদমর্যাদা ক্রমাগত উন্নত করুন, তাঁর স্ত্রী-সন্তানদেরকে স্বীয় নিরাপত্তা-বেষ্টনীতে আবদ্ধ রাখুন এবং স্বয়ং তাদের অভিভাবক হোন।

হুযূর (আইঃ) দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ করেন পাকিস্তানের ইসলামাবাদ-নিবাসী ডাঃ পীর মুহাম্মদ নকীউদ্দীন সাহেবের, যিনি গত ১৮ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। ইন্নালিল্লাহে অন্না এলাইহে রাজেউন। মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পূর্বে তাঁর মাঝে করোনা ভাইরাসের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ১৮ই এপ্রিলের সন্ধায় ইনি খোদার ডাকে চিরতরে চলে যান। মরহুম তাঁর সহধর্মিনী ছাড়াও এক পুত্র ও চার কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। মরহুমের পিতা ও মাতা উভয়ের পরিবারই হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর সাহাবীদের বংশধর। দেশভাগের সময় ইনার বয়স ছিল মাত্র এক বৎসর। মরহুম ১৯৭০ সালে এম.বি.বি.এস পাস করেন। ইসলামাবাদে তিনি নিজস্ব ক্লিনিক খোলেন এবং গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি নিজস্ব ক্লিনিক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লার ফযলে তিনি সফল ব্যক্তি ছিলেন এবং সর্বদা গরীবদের সেবা করতেন।

ইসলামাবাদ জামাতের আমীর সাহেব লেখেন যে ডাক্তার পীর মুহাম্মদ নকীউদ্দীন সাহেব ১২ বার বছরের বেশী সময় ধরে ইসলামাবাদ জামাতের কাযী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; তাঁর বিচার সবসময় কুরআন ও সুন্নতের আলোকে হতো যা বিবাদমান পক্ষগুলোকে আশ্বস্ত করত। খুবই পরোপকারী একজন মানুষ ছিলেন। সকলের সঙ্গে তিনি হাস্বোজ্জ্বল চেহারায় মিশতেন। সৃষ্টির-সেবায়

সদা উদগ্রীব থাকতেন। জামাতের গরীব ছাড়াও সহায়-সম্বলহীন রুগীদের জন্য তাঁর ক্লিনিকের দরজা সবসময় খোলা থাকত।

তাঁর স্ত্রী জানিয়েছেন যে, তাঁর স্বামী একজন নিষ্ঠাবান ও অনুগত আহমদী ছিলেন। সন্তান হিসাবে তিনি খুবই বাধ্য সন্তান ছিলেন। স্বামী হিসাবে তিনি একজন আদর্শ স্বামী ছিলেন। পিতা হিসাবে তিনি ছিলেন একজন দয়ালু ও প্রেমময় পিতা। ভাইবোন ও বন্ধুদের সম্পর্ক্য-রক্ষায় অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। তাছাড়াও সাধারণ মানুষের জন্য ছিলেন অত্যন্ত উপকারী ব্যক্তিত্ব। জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ও সর্বদা গভীর দোয়ায় রত থাকতেন। তাঁর কন্যা দারদা বলেন যে, ছোট্ট থেকেই নামায আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, রোযা রাখার, সময়মত চাঁদা আদায়ের ও সদকা-খয়রাত করার অভ্যাসে তিনি আমাদেরকে গড়ে তোলেন। উনার বড় ছেলে পীর মহিউদ্দিন সাহেব বলেন যে, আমি স্বপ্নে দেখি যে- হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহঃ) আমাদের বাড়ীর বৈঠকখানায় বক্তব্য দিচ্ছেন এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তোমার পিতা 'ওলি আল্লাহ'। আল্লাহতায়ালা মরহুমের পদমর্যাদার বৃদ্ধি করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হচ্ছে, লণ্ডন নিবাসী জনাব গোলাম মোস্তফা সাহেবের, যিনি প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসের স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন; গত ২৫ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না এলাইহে রাজেউন। তিনি ১৯৮৩ সালে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। ওয়াকফে যিন্দেগী তো ছিলেন না, কিন্তু তিনি একজন ওয়াক্ ফে যিন্দেগীর মতই সেবা করে গিয়েছেন। বিশ্বস্ততার সহিত আল্লার সাথে কৃত অঙ্গীকার তিনি পূর্ণ করে গেছেন। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) ১৯৯৩ সালে তাঁকে পি.এস. দপ্তরে কাজ দেন, তখন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই দপ্তরে সেবা করে গেছেন। মরহুম মুসী ছিলেন।

উনার সহধর্মিনী মাহমুদা মোস্তফা সাহেবা লেখেন যে, ৩৪ বৎসর উনার সাহচর্যে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই সাহচর্যের বিচার্যে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যে, উনার প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহতায়ালা উদ্দেশ্যেই হতো। তিনি একজন বিশ্বস্ত স্বামী, পিতা, ভাই এবং বন্ধু ছিলেন। নিজ সম্পর্ক্যের সম্মান রক্ষাকারী এবং খেলাফতের জন্য প্রাণ-কুরবানকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আর্থিক ত্যাগের বাসনা রাখতেন। তাঁর প্রত্রী সোবিয়া মোস্তফা বলেন যে আমার পিতার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল স্রষ্টার এবং তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও ভালবাসা। সর্বদা গরীবদেরকে সাহায্য করতেন। অসুস্থতার শেষ শয্যায় তিনি আমাকে শেষ নসিহত করেন যে, 'সর্বদা জামাতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, নিয়মিত নামায আদায় করবে, কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকবে তাহলে আল্লাহতায়ালা সর্বদা সঙ্গ দেবেন।' সর্বদা পরামর্শ দিতেন যে চাঁদা আদায়ের ক্ষেতে কখনো কার্পণ্য বা অবহেলা করবে না এবং নিজ চাঁদা মাসের প্রথম দিনই আদায় করে দিতেন এবং বলতেন, 'এটা কখনো মনে করবে না যে, জামাতের আমাদের কাছে চাঁদার দরকার। বরঞ্চ এটা মনে করবে যে চাঁদা আদায় করে আমরা আল্লাহতায়ালার নিয়ামতের অধিকারী হতে পারি।'

ডক্টর ইব্রাহীম নাসের ভট্টি সাহেব বলেন যে, করুনা ভাইরাসের কারণে অসুস্থতার কারণে তাঁকে সি.পি.এ.সি লাগানোর দরকার হয়। যার কারনে উনার পরিস্থিতি কষ্টকর হয়ে যেত। যখন উনি বেশি কষ্ট পেতেন, তখন উনাকে খলিফায়ে ওয়াক্ত-এর পয়গাম দেওয়া হতো যে 'ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলুন'। হুযুর (আঃ) বলছেন, যখন তাঁর কাছে আমার এই পয়গাম যেত, হঠাৎ করেই তাঁর কষ্টের প্রশমন হতো।

হুযূর দোয়া করেন–আল্লাহ্‌তা'লা সকল মরহুমের পদমর্যাদা উন্নত করুন, তাঁরা যে বিশ্বস্ততা আল্লাহ্‌তা'লা ও ধর্মের সাথে প্রদর্শন করেছেন এবং যেভাবে নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার পূরণের চেষ্টা করেছেন–আল্লাহ্‌তা'লা তার চাইতেও বেশি তাঁদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করুন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যেমনটি বলেছেন–এঁরা শহীদদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত! আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদের সন্তানদেরকেও স্বীয় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আশ্রয় দিন এবং মরহুমদের সৎকর্মগুলো আত্মস্থ করার ও চলমান রাখার সৌভাগ্য দান করুন; তাঁরা আল্লাহ্‌তা'লার সাথে সম্পর্ক-স্থাপনকারী হোন, জামাত ও খিলাফতের প্রতি নিষ্ঠাবান হোন, তাঁদের পিতা-মাতারা তাঁদের জন্য যে দোয়া করেছেন-আল্লাহ্‌তা'লা তা তাঁদের অনুকূলে গ্রহণ করুন, আমীন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ
يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ،
عِبَادَ اللّٰهِ رحمكم الله اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى
عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْ
كُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
01 May 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org